# উপনিবেশি বঙ্গে বাহাছ ও গণতান্ত্রিক রসম: মহাম্মদ নইমুদ্দীনের *আদেল্লায় হানিফীয়া*

তৈমুর রেজা

[সম্পাদকীয় নোট: উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় বাহাছের চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণ আছে প্রবন্ধটিতে। তাতে ইতিহাসের পাশে সমাজ ও রাজনীতি চমৎকার জায়গা নিয়েছে। অতীত ও বর্তমান একে অন্যকে আলোকিত করেছে। প্রাবন্ধিক ইতিহাস পড়ার প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলো সংস্কার কোনো প্রকার বিরাগ না দেখিয়েই বাতিল করেছেন, আবার নতুন ধারণাগুলো সূক্ষ্মভাবে আমল করেছেন। সংস্কারমুক্ত নিরাসক্তি এ লেখার প্রাণ। বাড়তি পাওনা তার ভাষাভঙ্গি—বাহাছকে পারফরমেন্স হিসাবে উত্থাপন করতে করতে লেখাটি নিজেই হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় পারফরমেন্স।]

নবীনচন্দ্র সেন—বাঙালি সাহিত্যিক ও জবরদস্ত আমলা—১৮৭৮ সনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে পূর্ববঙ্গের মাদারীপুরে আসেন। সেখানে তিন বছর ধরে 'পুলিসের নাকের নীচে হাঙ্গামা ও খুন হইতেছে' অথচ একজন আসামিরও বিচার হয়নি দেখে কাতর হয়ে ঢাকার কমিশনার পিকক সাহেব স্বয়ং নবীনচন্দ্রকে মাদারীপুরে মোতায়েন করেন, যেহেতু 'একজন বিশেষ দক্ষ কর্ম্মচারী' সেখানে একান্ত ফরজ। মাদারীপুর পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন, নবীনচন্দ্র নিজের আত্মজীবনীতে লিখছেন, ফরায়েজি আন্দোলনের মশহুর নেতা দুদু মিয়ার ছেলে নোয়া মিয়া 'ইংরাজ রাজ্যের উপর এক প্রকার আপনার' রাজপাট খুলে বসেছেন।[১] এখানকার অধিকাংশ প্রজাই 'ফরাজি' মুসলমান, নোয়া মিয়ার 'মুখের কথা তাহাদের পক্ষে বেদ'। প্রত্যেক গ্রামে